উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৬
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

বাসযোগ্য পৃথিবীর প্রয়োজনে বড়দের পাশাপাশি শিশুদের মাঝেও বৃক্ষরোপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

ঘাসফুলের বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আহ্বান

পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, আবহাওয়া ক্রমেই চরম ভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। প্রকৃতি অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেছে। Global warming এখন সারা পৃথিবীতে একটি আলোচিত বিষয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও গনহারে বৃক্ষ নিধনের ফলে সারা পৃথিবীতে দিন দিন উষ্ণতা বেড়েই চলছে। জাতি হিসাবে মানব জাতির অস্তিত্বই আজ হুমকীর সম্মুখীন। এমনি একটি পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীর পরিবেশবিদেরা একটি ব্যাপারে এক মত হয়েছে, তা হচ্ছে এই ধরিত্রীকে অনাগত ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য বাসযোগ্য রাখতে হলে ব্যাপক হারে বনায়নের কোন বিকল্প নেই। বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বনায়ন। বনায়ন সৃষ্টির জন্য আমাদের আগামীর ভবিষ্যত শিশুদেরকে বৃক্ষরোপনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের মাঝে বৃক্ষরোপনের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ৫ জুলাই ২০০৭ তারিখে ঘাসফুলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নের ঘাসফুল এরিয়া অফিস প্রাঙ্গনে সংস্থার পরিচালনাধীন ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে নারিকেল গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ শহীদুল আলম। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী এবং লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মানিক কিশোর মালাকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি বলেন, শিশুরাই জাতীর আগামী দিনের ভবিষ্যত তাই এই শিশুদেরকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল প্রতিবারের ন্যায় এবারও এই কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। তিনি উপস্থিত সকলকে সরকার ঘোষীত জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আসার আহ্বান জানান এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে সহযোগীতা করায় উপজেলা প্রশাসন ও উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মানিক কিশোর মালাকার বলেন, গাছের চারা রোপণের পাশাপাশি পরিচর্যা করা একান্ত দরকার। কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী বলেন, ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

"মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকা" বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭

Men as partners in maternal health" "পুরুষের অংশগ্রহন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও গত ১৪ জুলাই পালিত হয়ে গেল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭। বিশ্বে বর্তমানে প্রসবজনিত কারণে প্রতি মিনিটে যে এক জন মহিলার মৃত্যু হচ্ছে, এদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। এ ধরনের মৃত্যু একটি পরিবারকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয় এবং পরিবারে বেঁচে থাকা শিশুটিরও সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠা বাধাগ্রস্থ হয়। তদুপরি প্রতি এক জন মহিলার মৃত্যুর অনুপাতে বিশ বা ততোধিক মহিলা মারাত্মক জটিলতায় ভোগেন। এসব জটিলতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত থেকে শুরু করে মারাত্মক ক্ষতিকর সমস্যা যেমন অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা পর্যন্ত হতে পারে, যা মহিলার জীবনে যেমন, তেমনি তার পরিবারেও ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসতে পারে। মাতৃস্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক ভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজে পুরুষদেরকে কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ জন্যই এ বছরের প্রতিপাদ্য পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহনে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই দিবসটি পালনের ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

শিশুর পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই

মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ১৯৯২ সাল থেকেই বাংলাদেশে পালিত হয়ে আসছে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ থেকে ৭ আগস্ট পালিত হয়ে গেল বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০০৭। প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকারের প্রথম শর্ত তার মায়ের দুধ। মায়ের দুধে রোগ প্রতিরোধক উপাদান রয়েছে ফলে এটি শিশুর জন্য টিকা হিসাবে কাজ করে। জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়া কোন কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি পানি পর্যন্ত নয়। ৬ মাসের পর থেকে মায়ের দুধের

মাতৃদুগ্ধ উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান

পাশাপাশি বাড়তি খাওয়ার দেওয়া শুরু করতে হবে। ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মায়ের দুধের প্রয়োজন হয়। সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো মা ও শিশু উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর। অথচ সব মা সঠিক ভাবে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারছেননা। ফলে মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এভাবে বঞ্চিত মা ও শিশুরা হয়ে পড়ছে দুর্বল। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও দারিদ্রের কারণে শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর মর্মাহত মায়েরা নীরবে ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুলের ক্ষুদ্র ঋণের এক দশক

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঘাসফুল সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে। ঘাসফুলের কর্মকান্ড পরিচালনার মূল লক্ষ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাতীত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয় বিধায় ঘাসফুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করার কাজে হাত দেয়। ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে দরিদ্র মানুষকে ঋণের সরবরাহ, সঞ্চয় এবং অন্যান্য মৌলিক অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা। দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্তে তাদেরকে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার লক্ষ্য নিয়ে আইকম্পের সহযোগীতায় ঘাসফুল ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে একটি পরীক্ষামূলক ঋণ কর্মসূচী চালু করে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার অন্যান্য কর্মসূচীর সাথে জড়িত মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও ঋণ কর্মসূচীর সম্ভাব্যতা যাচাই। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ পপুলেশন এন্ড হেলথ কনসোর্টিয়াম (বিপিএইচসি) ১৯৯৩-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঘাসফুলকে অর্থায়ন করে। অন্যান্য কর্মসূচীভুক্ত সদস্য/ সদস্যাদের বিশেষ করে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি করাই ছিল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। পরবর্তীতে জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে ঘাসফুল একশন এইড এর পার্টনার হিসাবে ইন্টিগ্রেটেড প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। জরিপ, সদস্য বাছাই, ভর্তি ও সঞ্চয় আদায় শুরুর মধ্য দিয়ে ২৬ সপ্তাহ পর থেকে সদস্যদের মাঝে ১০০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০৪ সালে ঘাসফুল বাংলাদেশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করে। বর্তমানে ঘাসফুল ২৫ টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৫ টি জেলায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৯৭ সালে শুরু করে ২০০৭ সালের জুলাই মাস নাগাদ ঘাসফুলের ঋণ বিতরন ১০০ কোটি (ক্রমপুঞ্জীভূত) টাকা ছাড়িয়ে যায়। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে ঘাসফুল কর্মএলাকার অনেক গরীব- দুঃখী নারীর তথা পরিবারের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল নারীদের সমিতির মাধ্যমে একত্রিত করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রদান করছে। সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও সময়পোযোগী পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘাসফুল সমিতিভুক্ত কর্ম এলাকার নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ভাবে নয় ঘাসফুলের পরিশ্রমী মাঠকর্মীরা যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, এসিড সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন রোধে নারীদের সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে সমিতির আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে মহিলারা প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। এই ভাবে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে যেমন স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরিবারের ও সমাজের সর্ব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা অর্জন করছে।

এক নজরে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘাসফুলের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

সাল	সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
১৯৯৭	৩,০২৭ জন	১১,২৩,৩৬৫/	৭,৩৩,০০০/	৮০,২২০/	৬,৫২,৭৮০/
১৯৯৮	৫,৩৫২ জন	৪৫,৮৬,১৯৮/	৯৪,৫৫,০০০/	৩৫,৩২,৫০০/	৫৯,২২,৫০০/
১৯৯৯	৭,৮৩৫ জন	১,২৬,৪০,০৭০/	৩,২৫,৯০,৪০০/	১,৭৯,১০,২২০/	১,৪৬,৮০,১৮০/
২০০০	৮,৭৭৩ জন	২,৪৮,৫৮,৮৮৭/	৭,৪৭,৬৯,৪০০/	৫,০১,৮৭,৫০২/	২,৪৫,৮১,৮৯৮/
২০০১	৮,৮৫১ জন	৪,০২,১৫,৬৬০/	১৩,১৯,৩০,৪০০/	১০,০২,৪১,০৭৭/	৩,১৬,৮৯,৩২৩/
২০০২	৮,৭৫৬ জন	৫,৭৭,০৬,৪৩৩/	১৯,৪৫,৩৭,৪০০/	১৬,১৮,৬৮,০৮৪/	৩,২৬,৬৯,৩১৬/
২০০৩	১০,৩১৮ জন	৭,৪৮,২০,১৪৭/	২৬,৯৮,০০,৪০০/	২৩,০০,৪০,৩০৯/	৩,৯৭,৬০,০৯১/
২০০৪	১৪,৫৮৯ জন	১০,১৩,৬০,৯২৩/	৩৯,০৭,৩৯,৪০০/	৩২,৬৮,৩৬,৬০৯/	৬,৩৯,০২,৭৯১/
২০০৫	১৮,৮৮৬ জন	১৩,৬০,৪৭,২৩০/	৫৭,৭৬,৮৭,৪০০/	৪৮,১১,২৮,১৯৫/	৯,৬৫,৫৯,২০৫/
২০০৬	২৩,৮৯২ জন	১০,৩৩,৩৪,৫২৬/	৮২,৭১,২৩,৪০০/	৬৯,২২,২৬,৫৯৩/	১৩,৪৮,৯৬,৮০৭/
২০০৭	৩০,৩১০ জন	১১,৬৫,১০,৩৪৫/	১০৯,৯০,৪০,৪০০/	৯১,৮৫,৮৫,১৮৭/	১৮,০৪,৫৫,২২৩/

ট্রেনিং ও ওয়ার্কসপ

শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আক্তার গত ১-৫ জুলাই, ৫-৯ আগস্ট, ৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে কোক্সেক ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত Capacity development of mid-level program managers for the modular training course on NFPE program এ অংশগ্রহণ করেন।

ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা গত ১৫-১৯ জুলাই'০৭ইং তারিখে সৈকত নগরী কক্সবাজারে অন্তর আয়োজিত সিআরপি ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন।

ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, মেডিকেল অফিসার ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী জান্নাতুন নাহার ও স্টাফ নার্স হোসনা বানু ১-৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখে বন্দর নগরী খুলনায় আমাদের গ্রাম কর্তৃক আয়োজিত স্তন ক্যান্সার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গত ১২-১৬ আগস্ট ২০০৭ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম আয়োজিত আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে অনুষ্ঠিত আই, ইউ, ডি ট্রেনিং এ অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের স্টাফ নার্স হোসনা বানু।

শিক্ষা অফিসার আলো চক্রবর্তী গত ২-৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে এডিএফ কতৃক আয়োজিত কৈশোর সাইকোলজী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জুবলী রোডস্থ হোটেল আল ফয়সাল এর সম্মেলন কক্ষে।

ঘাসফুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সৈয়দ মামুনুর রশীদ ও মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন গত ৫-১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রাম এনজিও ফোরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এএলআরডি কতৃক আয়োজিত ৬ দিন ব্যাপী ভূমি সংস্কার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

ক্লিনিক : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৭) স্থায়ী ক্লিনিক সেশন হয়েছে মোট ২৩টি এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন হয়েছে ৫০টি । উক্ত সেশনগুলোর মধ্যে ৩৮৩ জন শিশু সহ মোট ১৯৯৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই): বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৭) মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৪৬৩৯ জন। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৩৯২৯ জন এবং শিশুর সংখ্যা ৭১০ জন।

পরিবার পরিকল্পনা : প্রতিবেদন কালীন সময়ে মোট গ্রহীতার সংখ্যা ১৭৬৫ জন । তম্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৪১৪ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৩৫১ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ইনজেকশন ২৭৫ জন,আইইউডি ৪ জন ।

নিরাপদ প্রসবঃ বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৭) টিবিএ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ১৬৮ জন। তম্মধ্যে ৮৭ জন ছেলে এবং ৮১ জন মেয়ে।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৭) সর্বমোট ৩৫ টি গার্মেন্টস এর ৭২৯৫ শ্রমিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৬৬৫ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৫৬৩০ জন।

মপ আপ ক্যাম্পেইনঃ গত তিন মাসে ০-৫ বৎসর বয়সী মোট ৩২৭১ জন শিশুকে মপ-আপ ক্যাম্পেইন এর আওতায় পোলিও খাওয়ানো হয়।

দুইয়ে'র অধিক সন্তান নয়, এক জন হলে ভালো হয়।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

সম্পাদকীয়

তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হোক সবার জন্য

"তথ্য অধিকার- সুশাসনের অঙ্গীকার" মুক্ত তথ্য প্রবাহ উন্নয়ন ও গনতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। একটি জ্ঞান ভিত্তিক ও উন্নয়নকামী সমাজ নির্মানে তথ্যই মূল চালিকা শক্তি। ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেসরকারী সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আন্দোলনকে বেগবান করতে এবং ব্যক্তির তথ্যাধিকার যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তথ্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ফলপ্রসু করে তুলতে নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালিত হয়।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান সহ বিশ্বের ৭৫ টি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর রয়েছে এবং আরো প্রায় ৫০টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রনয়নের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এই সম্পর্কিত কোন আইন বা অধ্যাদেশ কার্যকর নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে " প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" এই ধারা মোতাবেক জনগণ তথ্যাধিকার প্রাপ্তির সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। জাতিসংঘের সূচনা লগ্নে ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "তথ্য স্বাধীনতা হলো একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত সকল অধিকার যাচাইয়ের পরশ পাথর" । ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আর্ন্তজাতিক চুক্তিতেও তথ্যের অবাধ প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩, দ্য এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৭২, দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিজিউর ১৯৬০, দ্য রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস ১৯৭৯- এই আইন গুলো সরাসরিভাবে আমাদের জনগনের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাঁধা হিসাবে কাজ করছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে অবাধ তথ্য প্রবাহ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে মূল কারণ হচ্ছে তথ্যের অভাব। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বরাবরই সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সেবা সমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে প্রকৃত তথ্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাঝেই সমাজের নিরাপত্তার মাত্রা যেমন বেড়ে যাবে তেমনি জনজীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য সমাজ উপহার দিতে হলে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের সবস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এই জন্য প্রয়োজন একটি জনবান্ধব তথ্যাধিকার আইন। জনবান্ধব তথ্যাধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সকল নাগরিকের দৌরগোড়ায় পৌছে যাবে এই হোক আমাদের সকলের কামনা।

নি ব ন্ধ

মাতৃদুগ্ধ ও নবজাতক : আমাদের জানা-অজানা

লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

পৃথিবীর প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণী তার জীবনের প্রথম খাদ্য হিসাবে সাধারণত মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ করে। এটি সৃষ্টি কর্তার অশেষ নিয়ামক যা নবজাতকের সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠা ও বেঁচে থাকার সকল উপাদানকে যোগান দেয়। জন্ম পরবর্তী খাদ্য উপাদানগুলো শিশু মাতৃদুগ্ধ থেকে পায়। জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত শিশুর অন্য কোন খাবারের প্রয়োজন হয়না। অথচ বর্তমান যুগের মায়েরা ভুল করে, কখনো ব্যস্ততার কারণে, কখনো ফ্যাশন করে অথবা অন্য কোন কারণে শিশুকে বুকের দুধের পরিবর্তে গুড়া দুধ, গরুর দুধ সহ নানা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী খাবার প্রদান করে, যা শিশুর দেহে মোটেই শ্রেয় বা কাম্য নয়। এ সত্বেও সমগ্র বিশ্বের মাত্র ৩৫ শতাংশ শিশু জন্মের পর প্রথম ৪ মাস নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃদুগ্ধ পানের সুযোগ পায়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত মাত্র ৪৫ শতাংশ শিশু নিবিড় ভাবে দুধ পান করতে পারে। ভারতীয় অঞ্চলে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই হার মাত্র ২০ শতাংশ। মাতৃদুগ্ধ শিশু এবং মা উভয়ের জন্যই বেশ কিছু ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয় প্রভাব বহন করে। এটি প্রত্যেক সচেতন নাগরিক ও পরিবারের জানা আবশ্যক। জন্মের পর পরই বিশেষত ১ম ঘন্টার মধ্যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করা জরুরী। এতে শিশুর জীবন রক্ষাকারী উপাদান গুলো দেহে প্রবেশ করতে শুরু করে, যা শিশুর জীবন রক্ষায় সহায়ক। বিষয়টি বিশ্বের সকল গবেষক, বিজ্ঞানী সহ চিকিৎসকরা প্রমাণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট। এ প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে "জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো শুরু রক্ষা করে ১ মিলিয়নের বেশী নবজাতকের জীবন"। প্রসবের সাথে সাথে শিশুকে স্তন চুষতে দিলে মায়ের দুধ তৈরী শুরু হয়। প্রসবের পর মায়ের বুকে যথেষ্ট পরিমাণ শাল দুধ থাকে যা হলদেটে রং। এটি নবজাতকের জন্য সবচেয়ে উপকারী বিধায় একে "শিশুর প্রথম টিকা" বলা হয়। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইটালীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা প্রতি বছর পৃথিবীর যে ১০৯ মিলিয়ন শিশু মৃত্যু বরণ করে তার মধ্যে অন্তত ৬ মিলিয়নকে রক্ষা করতে একটি একক কৌশল তালাশ করেন। ঐ গবেষকদের মতে নিরবিচ্ছিন্ন মাতৃদুগ্ধ পান বিশ্বে শিশু মৃত্যু ১৩ হতে ১৫ শতাংশ একক ভাবে হ্রাস করতে পারে। ৬ মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পরই অতিরিক্ত খাওয়ার ও পানীয় শিশুর দেহে দরকার হয়। ৬ মাসের আগে পিপাসা ও ক্ষুধা মিটানোর জন্য শিশুকে কোন প্রকার শরবত ও পানীয় খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়না। বরং এটি শিশুর ডায়েরীয়া সহ অন্যান্য পেটের পীড়ার ঝুঁকি বাড়ায়। শিশুকে কতদিন পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো উত্তম তা নিয়ে মা ও পরিবারের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। Best practice হিসাবে ২৪ মাস পর্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান উত্তম। এই সময় কালে শিশুর ৯০ শতাংশ মেধার উন্নয়ন ঘটে। পবিত্র কোরান শরীফে এই বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে " মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো ২ বৎসর যাবত বুকের দুধ পান করাবে"। (সুরাঃ আলবাকারা) মায়েরা অনেক সময় মনে করে তার বুকে যথেষ্ট দুধ নেই। এই জন্য শিশুকে দুধ চুষতে দেয় না। ফলশ্রুতিতে মায়ের বুকের দুধ আরো কমে যায়। অথচ ঘন ঘন স্তন চুষতে দিলে স্তন ভারী হয়না এবং স্তনে কোন ব্যাথা অনুভব হয়না। বরং নিয়মিত দুগ্ধ তৈরী হয়। এই বিষয়ে বাড়ীর লোকজন, স্বামী, শ্বাশুড়ি, বন্ধু-বান্ধব সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা মাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। শিশুকে দুগ্ধদান কারী মাকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার ও পানীয় খেতে হবে। যদিও মাতৃদুগ্ধ দান কালে মায়ের বিশ্রাম হয় তবু মাকে পরিশ্রমের কাজ হতে বিরত রাখা উচিৎ। কর্মজীবি নারীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়োগকতৃপক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে বুকের দুধ বের করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষন করলে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত ভালো থাকে।

শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর ৬ মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকেনা। দুগ্ধ দান স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। American journal of epidemiology তে প্রকাশিত তথ্য মতে Yale University এর গবেষকেরা ১৯৯৭-৯৯ সালে ৮০৮ জন চীনা গ্রামীন নারী যাদের বয়স ৩০-৮০ বছর তাদের উপর গবেষণা চালিয়ে প্রমান করেন যে ২ বছর ও তার অধিক কাল শিশুকে স্তন দানে ক্যান্সারের ঝুকি অর্ধেক হ্রাস করে। স্বল্প ওজন জনিত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পূর্ণতা দেয়। ২০০১ সালে European journal of clinical nutrition মতে Jon Hopkins School of Public Health এর বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে গবেষণা করে দেখেন যে ক্ষীণকায় শিশুকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃদুগ্ধ দান প্রথম ৬ মাসে অন্যান্য খাদ্য বা পানীয় হতে অধিক হারে বেড়ে উঠায়। মাতৃদুগ্ধ অন্তত ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর হাঁপানি রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। গবেষকদের মতে দুগ্ধ ডায়েরীয়া আক্রান্ত শিশুর দেহে এন্টি বডি হিসাবে কাজ করে। স্তন দান কারী মায়েদের কিছু স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা উচিৎ। এগুলোর মধ্যে ধুমপান বর্জন, এলকোহল বা অন্য নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহন না করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মায়েরা STD/ HIV, AIDS সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। এই ধরণের রোগ আক্রান্ত মায়েদের শিশুরাও আক্রান্ত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় হলো দক্ষিণ এশিয়ার ৯৯ শতাংশের অধিক মায়ের HIV Negative.

মাতৃদুগ্ধ ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীতে সরকারী ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। এই তৎপরতা আরো জোরদার করা উচিৎ। পৃথিবীর সকল শিশুরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তাই তাদের জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সবাইকে উদ্যোগী হয়ে মাতৃদুগ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তা না হলে MDG এর লক্ষ্য মাত্রা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার এক তৃতীয়াংশে হ্রাস করা অসম্ভব হয়ে দাড়াবে। শিশুরা রয়ে যাবে মৃত্যুর দুয়ারে।

জীবন যুদ্ধের সংগ্রামী চরিত্র পারভীন – জহিরুল আহসান সুমন

চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ এলাকার মৌলভী পাড়ায় বসবাসরত পারভীন আক্তার। পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা হলেও সেই ছোটকাল থেকেই পারভীন মৌলভী পাড়ায় বসবাস করে। অভাবের তাড়নায় পারভীনের বাবা ফজলুল হক নিজের আদি নিবাস ছেড়ে ২ মেয়ে ১ ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে এই চট্টগ্রাম শহরে এসেছিল। চট্টগ্রাম শহরে এসে পারভীনের বাবা ছোট খাট ঠিকাদারী ব্যবসা করত। যা দিয়ে কোন রকম ভাল ভাতের সংসার চলে যেত। কিন্তু সন্তানদের পড়ালেখা করানোর মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা পারভীনের বাবার কখনো ছিলনা। তার পরেও ফজলুল হকের পরিবারকে একটি সুখী পরিবার বলেই মনে হতো। সুখের মাঝেও এই পরিবারের সবাইকে একটি দুঃখ তাড়া করে ফিরত। কারণ এই পরিবারের এক মাত্র ছেলে সন্তানটি শারিরীক প্রতিবন্ধী। এই একটি দুঃখ ছাড়া ফজলুল হকের পরিবারে সুখের আবহাওয়াই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই সুখ বেশী দিন রইলনা। হঠাৎ করে একদিন মস্তিস্কের রক্ত ক্ষরণে পারভীনের বাবা ফজলুল হক মারা যায়।

নিজ দোকানে কর্মব্যস্ত পারভীন ও পারভীনের গড়ে দেওয়া মুদির দোকানে তার ভাই

মৃত্যুর সময় পারভীনের বাবা এমন কিছু রেখে যাননি যা দিয়ে তাদের সংসার চলবে। ৩ সন্তানের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার জন্য পারভীনের মা বাধ্য হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মানুষের বাসায় বুয়ার কাজ করত। পরের বাসায় কাজ করে যা আয় হত তা দিয়ে কোন রকম আধ পেট খেয়ে না খেয়ে তাদের সংসার চলত। শুধু মাত্র সংসার চালানোর মধ্যে দিয়ে পারভীনের মায়ের দায়িত্ব শেষ হওয়ার নয়। কারণ এরই মাঝে পারভীন ও পারভীনের বড় বোনের বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। পারভীনের মা তার ভাইয়ের ও পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতা নিয়ে তার দুই মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে। দুই মেয়ের বিয়ের পর পারভীনের মা তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে কোন রকম দিন যাপন করতে লাগল। এরই মধ্যে হঠাৎ করে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত পারভীনের স্বামী রফিক মিয়া মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পরে পারভীন কোলের এক মাত্র সন্তানটিকে বুকে নিয়ে বিধবার বেশে আবার মায়ের ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু ততদিনে পারভীনের মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এক দিকে নিজের কোলের সন্তান অন্য দিকে অসুস্থ মা ও পঙ্গু ভাই সকলের দায়িত্ব পারভীনের কাধে এসে পড়লো। পারভীন মনে মনে চিন্তা করতে লাগল " আমার মা যদি পরিশ্রম করে, নিজের রথে চড়ে আমাদের তিন ভাই বোনকে বড় করতে পারে তবে আমিও পারবো"। যেই চিন্তা সেই কাজ, পারভীন ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবন যুদ্ধে। মায়ের মতো পারভীনও প্রথম কিছু দিন মানুষের বাসায় কাজ করত। মানুষের বাসায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে পারভীন পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়ে পারভীন ঘাসফুল থেকে প্রথম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেয়। এই ঋণের টাকা এবং বড় বোনের স্বামীর কাছ থেকে যৎসামান্য সাহায্য নিয়ে পারভীন মৌলভী পাড়া এলাকায় একটি ছোট মুদির দোকান গড়ে তোলে। মুদির দোকান গড়ে তোলার পর থেকে পারভীন ঘাসফুল থেকে আরো দুই দফায় যথাক্রমে ১০ ও ২০ হাজার টাকা ঋণ নেয়। ধীরে ধীরে দোকানের পুঁজি ও আয় দুটিই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুদির দোকানের আয় দিয়ে পারভীন কোন রকম দিনে এনে দিনে খাওয়ার মত করে সংসার চালিয়ে নিতে পারত। এবং অল্প অল্প করে তার মায়ের পূর্বের কিছু ঋণ শোধ করত। কিন্তু এই চলার মাঝে আত্মতৃপ্তি খুজে পাচ্ছিলেননা পারভীন। আরো কি ভাবে নতুন নতুন আয়ের পথ বের করা যায় তা নিয়ে পারভীন চিন্তা করত। ঘাসফুল মাঠ কর্মীর মাধ্যমে পারভীন জানতে পারে ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কথা। এর পর থেকে পারভীন ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেলাই শিখতে লাগল। মৌলভী পাড়া থেকে ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষন কেন্দ্রে আসা যাওয়া সেলাই শেখা সব মিলিয়ে দৈনিক ৩/৪ ঘন্টা করে ব্যয় হত। এই সময়টুকু পারভীনের ভাই জাহাঙ্গীর আলম দোকানের দেখা শোনা করত। সেলাই প্রশিক্ষন শেষ হওয়ার পরে পারভীন পুনরায় ঘাসফুল থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজের মুদীর দোকানের পাশে একটি টেইলারিং দোকান প্রতিষ্ঠা করে। যা বর্তমানে মৌলভী পাড়া এলাকায় পারভীন টেইলারিং নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে পারভীন ভাইকে দিয়ে মুদির দোকান চালাচ্ছে এবং ৪-৫ জন কর্মচারীর সহায়তায় টেইলারিং দোকান চালাচ্ছে। পারভীন সর্বশেষ ঘাসফুল থেকে মাত্র ১০ হাজার টাকা ঋণ নেয় কারণ তার দোকানে সর্বশেষ পুজি হিসাবে ব্যবহার করেছে ঘাসফুলে তার নিজের সঞ্চয়কৃত ২৫ হাজার টাকা। সত্যিই অভূতপূর্ব পারভীনের এই উত্থান। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে পারভীনের এই উত্থানের পর্বকে নাটকীয় বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু মাত্র কঠোর মনোবল, অধ্যাবসায়ে, ধৈর্য্য ও শ্রমের বিনিময়ে পারভীন তার জীবনের দুঃখ কষ্টগুলোকে দূর করে সমাজের কাছে, দশের কাছে নিজেকে জীবন যুদ্ধের এক সংগ্রামী চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে। পারভীনের বাবা পারেনি তিন সন্তানের কাউকে পড়াশোনা করাতে, পারেনি প্রতিবন্ধী ছেলেটিকে স্থায়ী কোন আয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু পারভীন দুইটি ক্ষেত্রেই সফল। পারভীনের এক মাত্র ছেলেটি এখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে এবং সে তার প্রতিবন্ধী ভাইটিকে একটি মুদীর দোকান গড়ে দিয়েছে। পারভীন এগিয়ে না এলে তার ভাইকে হয়তো সমাজের বাকী আট দশ জন প্রতিবন্ধী মানুষের মত ভিক্ষার থালা নিয়ে রাস্তায় নামতে হতো। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে পারভীন যে অবদান রেখেছে তাতে পারভীনকে নিঃসন্দেহে জীবন যুদ্ধের সংগ্রামী ও সফল চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

চট্টগ্রাম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (সিএফটি) কর্তৃক ঘাসফুল চেয়ারম্যান সংবর্ধিত

গত ২২ সেপ্টম্বর ২০০৭ তারিখে কাউতলা, আমবাগানস্থ ইসলামাবাদ বালিকা এতিম খানায় চট্টগ্রাম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (সিএফটি) এর উদ্যোগে ট্রাস্টের আজীবন সদস্যদের মাঝে পদক ও সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোহাম্মদ ইসকান্দার আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রোটারিয়ান আজফার আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ-ব্যবস্থাপনা

সভায় অতিথিবৃন্দের সাথে সংবর্ধিত ব্যক্তিগণ

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

লাইভলীহুড বিভাগের সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ নং শাখার শাখা অফিসে গত ১৮ আগস্ট ২০০৭ তারিখে ১০টি সমিতির দলনেতাদের উপস্থিতিতে সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে, সঞ্চয় কি ? সঞ্চয় কেন প্রয়োজন, সমিতির নিয়মাবলী, ঋণ গ্রহনের যোগ্যতা, সদস্য বাছাই, ঋণ খেলাপী হওয়ার কারণ, খেলাপী বন্ধে করণীয়, খেলাপী ঋণ উদ্ধারের কৌশল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় আলোচকগন বলেন সংস্থার নিয়ম কানুন মোতাবেক সমিতি পরিচালনা করতে পারলে ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে যেমন নিজের জীবন মানের উন্নতি সাধন করা যাবে তেমনি সমিতির মাধ্যমে যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও এসিড সন্ত্রাস সহ নারী ও শিশু নির্যাতনকারী বিভিন্ন রকমের সামাজিক অপরাধ মূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা যাবে এবং সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সভায় আগত দলনেত্রীগণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমিতি গঠন ও পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

অব্যাহত থাকুক তোমাদের সাফল্য

সাকিব রহমান উত্তরা রাজউক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এইচ. এস. সি পরীক্ষার ফলাফলে চাকা শিক্ষা বোর্ড হতে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে জিপিএ-৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সাকিব এস. এস. সি তে ও জিপিএ-৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সে স্বনামধন্য নারীনেত্রী, সংগঠক, সমাজকর্মী, বিশিষ্ট লেখিকা শামসুন নাহার রহমান পরাণ এবং বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম এম এল রহমানের দৌহিত্র। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আক্তারুর রহমান জাফরী এবং সাধারণ পরিষদ সদস্য নাজনীন রহমানের এক মাত্র পুত্র সাকিব ভবিষ্যতে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভে আগ্রহী এবং জনসেবায় আত্মনিয়োগে আশাবাদী। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

উম্মে হাবীবা আইরীন। ঘাসফুলের উপ- পরিচালক মফিজুর রহমান এবং খুরশীদ জাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৭ সালে প্রকাশিত এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফলে, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ থেকে জিপিএ-৪.৬০ অর্জন করেছে। উল্লেখ্য আইরীন ২০০৫ সালে প্রকাশিত এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৮৮ অর্জন করেছে। সে ভবিষ্যতে নিজেকে এক জন চ্যাটার্ড একাউন্টেন্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার পিতা মাতা সন্তানের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

বাঁচার জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই।

আত্মার মাগফেরাত কামনায় ঘাসফুল পরিবার

মরহুম লুৎফুর রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

গত ১লা আগস্ট ২০০৭ রোজ বুধবার ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য এবং বিশিষ্ট কর আইনজীবি মরহুম লুৎফুর রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ রেলওয়ে পাম্প হাউস জামে মসজিদে বাদ জোহর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে মরহুমের বিদেহী রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়াও ঢাকা ও নওগাঁয় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, মরহুম লুৎফুর রহমান ১লা ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলের আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সবসময় নেপথ্যে থেকে ঘাসফুলের একজন শুভাকাংখী হিসেবে সুপরামর্শ দিয়েছেন এবং কার্যক্রম সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল,রোগী কল্যাণ সমিতি এবং পরিবার কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০০০ সালে ১ আগস্ট এ পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সকলের প্রিয় এম এল রহমান পরলোকগমন করেন।

মরহুমা শাহানা আনিসের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

গত ৭ ভাদ্র ১৪১৪ সাল, ২২ আগস্ট বুধবার, ২০০৭, পালিত হয়ে গেল ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভানেত্রী মরহুমা শাহানা আনিসের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী। মরহুমা শাহানা আনিস ১৯৯৩-২০০৩ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভানেত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মরহুমা শাহানা আনিস বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তারেক আনিসের সহধর্মীনি। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ সহ ঘাসফুল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আহবান ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলগুলোর শিক্ষার মান যথেষ্ট ভালো। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ শহীদুল আলম বলেন,কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে এ ধরণের কর্মসূচী পালন সত্যিই প্রশংসনীয়। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গাছের চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তোমরাও বড় হবে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে - এটাই প্রত্যাশা করি। তিনি আরো

চারা বিতরণ কালে শিশুদের মাঝে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শফিউল আলম ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক

বলেন, বৃক্ষ এলাকার সৌন্দর্য্য বর্ধনের পাশাপাশি মানুষের উপকারও করে। তিনি আশা করেন ঘাসফুলের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে অত্র এলাকা একটি আদর্শ স্থান হিসেবে দেশ ব্যাপী পরিচিতি লাভ করবে এবং ঘাসফুল পটিয়ার ন্যায় সমগ্র দেশ ব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে। সভাপতির বক্তব্যে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন,স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই সরকারের পাশাপাশি ঘাসফুল বিভিন্ন রকম সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপস্থিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নিজেকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। চারা বিতরণ চলাকালে ঘাসফুলের উদ্যোগে এলাকার বয়স্কদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ব্যবস্থা পত্র প্রদান করা হয়। সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই

১ম পৃষ্ঠার পর

ফেলছে চোখের পানি। আবার অনেকে বিরক্তির কারণে দুধ পান করানোর অভ্যাসটা রপ্ত করতে পারছেননা। এমনি একটি পরিস্থিতিতে ঘাসফুলের উদ্যোগে যথাযথভাবে এই সপ্তাহটি পালিত হয়। এই সপ্তাহটি পালনের অংশ হিসাবে সংস্থার কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন সুপারী পাড়া, বাঘঘোনা, র‍্যালী ব্রাদার্স ও ছোটপোল এলাকায় পৃথক পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নবজাতকের জন্য মাতৃদুগ্ধের উপযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান বলেন "শিশুর পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। মায়ের দুধ প্রতিটি শিশুর জন্য একটি সুষম খাদ্য।" অন্যান্য বক্তারা মাতৃদুগ্ধের উপযোগীতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সভায় স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি সহ সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭ ১ম পৃষ্ঠার পর

পোড়া কলোনীতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে পুরুষের অংশগ্রহন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান বলেন "নারীর মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পুরুষের অব্যাহত সহযোগিতা। পিতা, স্বামী, কমিউনিটি ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে এক জন পুরুষ তাঁর পরিবারের মেয়ে শিশু, কিশোরী ও মহিলার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।" আলাচনা সভায় অন্যান্য বক্তারা মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে ঘাসফুল পরিচালিত টিবিএ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা সভায় স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি সহ সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ধাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও দিবসটি পালন উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভায় ঘাসফুলের সক্রিয় অংশগ্রহন ছিল।

ঘাসফুল নওগাঁ সদর শাখার কর্মএলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামুলক কর্মসূচী শুরু

সদস্যের হাতে ঋণ তুলে দিচ্ছেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ঘাসফুল সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে আসছে এবং এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনী সহায়তা সহ বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করছে। সর্বোপরি লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক নিরাপত্তা আনয়নের লক্ষ্যে সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় ঘাসফুল সম্প্রতি দেশের উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলার সদর থানায় কার্যক্রম শুরু করেছে। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত ২৩ আগস্ট ২০০৭ তারিখে ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান নওগাঁ সদর শাখার ১ নং সমিতির সদস্য ফুলবানুর হাতে ৫ হাজার টাকা তুলে দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। ১ম দিনে ৩ জন সদস্যের মাঝে মোট ১৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ঋণ বিতরণ কালে স্থানীয় ঘাসফুল সমিতির সদস্যবৃন্দ সহ আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামসুল হক, সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ একরামুল হক সহ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

নিজে দুর্নীতি করবোনা, কারো দুর্নীতি সইবোনা।

বীমা দাবী পরিশোধ

সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ঘাসফুল শিক্ষা,স্বাস্থ্য,সুশাসন, আইনি সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিছিয়ে পড়া এ ধরণের জনগোষ্ঠীর আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে তার পরিবার যেন আর্থিক দৈন্যদশার স্বীকার না হন সে লক্ষ্যে ঘাসফুল ২০০৪ সালে ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। কোন উপকারভোগী ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের অপরিশোধিত সকল ঋণের কিস্তি সংস্থার তহবিল হতে বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয়। সেই সাথে সদস্যের জমাকৃত সঞ্চয় প্রত্যাহার ফি ছাড়া তাঁর মনোনীত নমিনীকে ফেরত দেয়া হয়। গত (জুলাই- সেপ্টেম্বর'০৭) মেয়াদে সংস্থার ১নং মাদারবাড়ী- শাখার ১ জন, ২নং মাদারবাড়ী শাখার ১ জন, ৫নং মাদারবাড়ী শাখার ২ জন, ৭নং পটিয়া শাখার ২ জন, ১০নং পতেঙ্গা শাখার ১ জন, ১৯নং বহদ্দারহাট শাখার ১ জন এবং ২০নং আনোয়ারা শাখার ১ জন সহ মোট ৯ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করে। সদস্যদের মৃত্যুর পরে সংস্থার পলিসি মোতাবেক ৯ মৃত সদস্যের বিপরীতে ঘাসফুল সংস্থা ৭৫ হাজার ৬ শত ২৫ টাকা বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করে এবং মৃত সদস্যদের সঞ্চয়কৃত ৩৬ হাজার ৯ শত ৭৬ টাকা মনোনীত নমিনীদের বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

লাইভলীহুড বিভাগ নিয়ামতপুর শাখার উদ্যোগে "দলনেত্রীদের"

নেতৃত্ববিকাশ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দল নেত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী

ঘাসফুল কর্মএলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী, জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান এর মতো কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসাবে গত ১০ জুলাই ০৭ তারিখে ঘাসফুল নিয়ামতপুর শাখা- ১২, শাখা অফিসে ঘাসফুলের স্থানীয় ২৯টি সমিতির দলনেত্রী ও সম্পাদিকাদের অংশগ্রহনে দিনব্যাপী নেতৃত্ববিকাশ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সহ আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ডঃ গোলাম রহমান, জনাব মোঃ নাসিমুজ্জামান, নাজনীন রহমান এবং জনাব মোঃ এনামুল হক। জনাব গোলাম রহমান কর্মশালায় উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন নেতৃত্ব বিকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর এই জন্য তিনি ঋণের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। দিন ব্যাপী পরিচালিত কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এলাকায় ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম কিভাবে আরো সঠিক ও বেগবান করা যায় এই বিষয় গুলি নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়নে পল্লী তথ্য কেন্দ্র - শাহাদাত হোসেন হীরা

সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতিতে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণ জনগনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্রতা নিরসন ও সামগ্রিক উন্নয়নে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব। এই লক্ষকে সামনে রেখে টেলিসেন্টার আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৮৫ সালে সুইডেনের একটি কৃষি এলাকা থেকে রিচার্ড ফুস্ক এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। প্রথম দিকে টেলিসেন্টার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এই আন্দোলন প্রসার লাভের আনুষ্ঠানিক কোন উপাদান ছিলনা, ছিলনা আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার মত কোন নকশা। তাদের হাতে ছিল শুধু ডিজিটাল আন্দোলনের অগ্রদূতদের আলোকিত শিক্ষা। বিশ্বের অধিকাংশ এলাকাকে অর্ন্তভূক্ত করে প্রায় ২২ বৎসর বয়সী এই আন্দোলন আজ বিশ্ব বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে, এটি আজ রূপ নিয়েছে জনগনের আন্দোলনে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনে বাংলাদেশও আজ শামিল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এরা জানেনা তথ্য সেবা কি? বা তথ্য সেবা তাদের কি কাজে আসতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরিই অজ্ঞ। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের পথে বড় বাঁধা হলো তাদের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য না পৌছা। ফলে আমাদের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ দিন দিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ও পিছিয়ে পড়ছে। এই বাস্তবতার আলোকে ঘাসফুল তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডি.নেটের কারিগরী সহায়তায় সংস্থার কর্মএলাকা চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার সরকার হাটে "পল্লী তথ্য কেন্দ্র" এর কার্যক্রম শুরু করেছে। পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ঘাসফুল মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে জনগনের নিকট প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকম তথ্য প্রদান করছে। পল্লী তথ্য কেন্দ্রে রয়েছে " জীয়ন" নামে বিশাল এক তথ্য ভান্ডার। এর সহায়তায় ঘাসফুলের তথ্য কর্মীরা সাধারণ জনগনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। "জীয়নে" প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া না গেলে ঘাসফুলের তথ্য কর্মীরা তা ইন্টারনেট, ভিডিও চিত্র অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সংগ্রহ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন এলাকাবাসী

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি ও আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্ব

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্র তোহান হোসেন রাব্বী আব্দুল কুদ্দুস মাস্টার স্মৃতি বৃত্তি-০৬' লাভ করেছে। গত ৪ আগস্ট ২০০৭ তারিখে পলোগ্রাউন্ডস্থ মেলা কমিউনিটি সেন্টারে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এম, এ ওয়াহাব চৌধুরী, প্রিন্সিপ্যাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই ছাড়া ও উক্ত অনুষ্ঠানে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি সহ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের স্ব-স্ব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিসিসিবি' এর সদস্য জনাব ফিরোজ আহম্মেদ।

শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে গত ৭,৮ ও ৯ আগস্ট তিন দিন ব্যাপী সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুল প্রাঙ্গনে ৭ টি আর্ট স্কুলের শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট প্লাসিড স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিবি) এর সদস্য ও এলিট পেইন্ট গ্রুপের পরিচালক জনাব ফিরোজ আহম্মেদ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আলহাজ্ব মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল আর্ট স্কুলের ৪জন শিক্ষার্থী ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার (২জন যুগ্ম ভাবে ৩য়) লাভ করে। ১১ জন শিক্ষার্থী বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই, এই কথার ভিত্তি নাই।

ঘাসফুল এনএফপিই স্কুল শিক্ষিকাদের দক্ষতা উন্নয়নে মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

দরিদ্র অসহায় ও ছিন্নমুল শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ করে তাদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঘাসফুল দীর্ঘ দিন ধরে চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশনের বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের শিশুদের জন্য এনএফপিই (Non Formal Primary Education) স্কুল পরিচালনা করে আসছে। এনএফপিই স্কুলের শিশু কিশোরদের অভিভাবকেরা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় ফলে এই সব শিশু কিশোরেরা শিশু শ্রম সহ বিভিন্ন রকম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত হয়। এই ধরনের শিশুদের মাঝে শিক্ষার আগ্রহ তৈরীর মূল দায়িত্ব শিক্ষকদেরকেই পালন করতে হয়। তাই ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লাস ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স, সিআরসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন রকম ওরিয়েন্টেশান প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে গত ২১জুলাই-২৩ জুলাই ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত (৩ দিন ব্যাপী) এনএফপিই স্কুল শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের ১১ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। স্কুল পরিচালনায় শিক্ষিকাদের আরো দক্ষ করে তোলা, শিক্ষার পাঠদানের মানোন্নয়ন করা, এনএফপিই স্কুলের শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত করে তোলা এবং কিভাবে সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের আরো ব্যাপকহারে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে এনএফপিই স্কুল শিক্ষিকাদের আরো সচেতন করে তোলাই ছিল এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণের ২য় দিনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ডবলমুরিং থানা সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এস, আর, রাশেদ উপস্থিত থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও পাঠদান পদ্ধতি এবং ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের পরিচালনা ও পাঠদান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং কিভাবে এনএফপিই স্কুলের কার্যক্রমকে আরো যুগপোযোগী ও ফলপ্রসু করে তোলা যায় সে সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষিকাদের মধ্যে মত বিনিময় করছেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এস আর রাশেদ

এডোলোসেন্ট সেন্টার সংবাদ

ঘাসফুলের ৫ টি এডোলোসেন্ট সেন্টারের ৫ জন করে মোট ২৫ জন কিশোর-কিশোরীর অংশগ্রহনে গত ২৫.০৭.০৭ তারিখে ঘাসফুল আবিদার পাড়া স্কুলে এডোলোসেন্ট ফোরাম মিটিং এর আয়োজন করা হয়। মিটিং এ নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা, জন্ম নিবন্ধন, টিটি টিকা সহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঘাসফুলের এডোলোসেন্ট সেন্টার সমূহে গত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর') কিশোর- কিশোরীদের খাদ্য ও পুষ্টি, নিরাপদ পানি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা, স্বাক্ষরতা দিবস সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

অপরাজেয় বাংলাদেশ এর উদ্যোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটএ "আমরা শিশুরা পরিবার, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে বড়দের কাছ থেকে কেমন সহযোগীতা চাই" শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় ঘাসফুল সেন্টারের ৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিশু ফোরামের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভায় ঘাসফুল কদমতলী এডোলোসেন্ট সেন্টারের শাহাজালাল ও পাবঙীন আক্তার অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টার সমূহে সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কিশোর কিশোরীদের মাঝে সেলাই সহ বিভিন্ন রকম জীবন জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোরীরা পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে নিজ হাতে আকর্ষণীয় ডিজাইনের পোশাক প্রস্তুত করে এবং ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় এই সব পোশাক বাজারজাত করে।

স্তন ক্যান্সার অবহিতকরণ সভা শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্রমে এ প্রকল্প পরিচালনায় আর্থিক ও কারিগরী ভাবে সহায়তা করছে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি এর আর্ন্তজাতিক স্তন ক্যান্সার ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর্ন্তজাতিক স্তন ক্যান্সার ফাউন্ডেশন বর্তমানে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া সহ মোট নয়টি দেশে স্তন ক্যান্সার পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা ও নিরাময়ের কাজ করছে। প্রজনন এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হলেও স্তন ক্যান্সার নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম দেখা যায়না। এ রোগ যে কোন নারীর যে কোন সময় হতে পারে। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা। সকল স্তরের নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ ব্যতীত নিরীক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থার করলেই এ রোগের হার কমানো সম্ভব নয়। তাই প্রচারণা পত্র বিতরণ, কমিউনিটি সভা, কাউন্সেলিং ইত্যাদি পদ্ধতিতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে গত ১৬ আগষ্ট ২০০৭ তারিখে সংস্থার কর্মএলাকা কদমতলী, আলোসিঁড়ি ক্লাবে এবং ২৫ আগষ্ট গোসাইলডাঙ্গা এনএফপিই স্কুলে কমিউনিটি মিটিং এর আয়োজন করা হয়। কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্তন ক্যান্সার কি, নিজে নিজে স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা ডাক্তারের মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার নির্ণয় এবং করণীয় কি সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জান্নাতুন নাহার। তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে স্তন ক্যান্সারের যে কোন ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ, ঘাসফুল সমিতির সদস্য সহ এলাকার

উন্নয়নে পল্লী তথ্য কেন্দ্র ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

করে তা স্থানীয় জনগনের নিকট পৌছে দিচ্ছে। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র থেকে কর্মএলাকার জনগন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনী বিষয়, চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য সহ বিভিন্ন রকম তথ্য সেবা গ্রহণ করতে পারবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একজন কৃষক যেমন তার ফসলের বিভিন্ন রোগবালাই এবং তা দমনের বিভিন্ন উপায় অথবা কিভাবে তার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় সেই সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে যাচ্ছে তেমনি একজন গ্রামের সাধারণ প্রসূতি জানতে পারছে প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী অবস্থায় কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে এসিড সন্ত্রাসের শিকার নারী তার আইনী সহায়তার ব্যাপারে তথ্য জানতে পারছে, এলাকার শিক্ষিত যুবকেরা চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য, আত্মকর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারছে, এক জন ছাত্র খুব সহজেই পরীক্ষার ফলাফল বা পরীক্ষা পাশের পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে। পল্লী তথ্য কেন্দ্র জনগনের মাঝে মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু পাচার, আর্সেনিক, পলিথিন ব্যবহার, খাদ্যে ভেজাল বা নিরাপদ পানি ব্যবহার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি পল্লী তথ্য কেন্দ্র হতে ওজন পরিমাপ, মাটি পরীক্ষা, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রিন্টিং, ছবি তোলা সহ আনুষাঙ্গিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পল্লী তথ্য কেন্দ্রের পরিশ্রমী কর্মীরা শুধু কেন্দ্রে বসেই এই সব সেবা প্রদান করেনা তারা সাধারণ জনগনের ঘরে ঘরে গিয়ে জনগনের সাথে কথা বলে তাদেরকে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মধ্যে দিয়ে জনগনকে তথ্য সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের অংশগ্রহনে বিভিন্ন রকম কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সব কর্মশালার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইনী বিষয় সহ জীবন ঘনিষ্ট আরো অনেক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ হবে বলে ধারণা করা যায়। পরিশেষে বাস্তবতা বিচার করে বলা যায় বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সার্বিক উন্নয়নের অংশীদার করা সত্যিই একটি কঠিন ও দুরূহ কাজ।

ঘাসফুল চেয়ারম্যান সংবর্ধিত ৪র্থ পৃষ্ঠার পর

পরিচালক পারভীন মাহমুদ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শিশু সার্জন ডাঃ মোজাম্মেল হক, বেইস টেক্সটাইল লিঃ এর পরিচালক লায়ন হাসিনা চৌধুরী এবং একে খান গ্রুপের এজিএম মোঃ শামসুদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট এর দশ জন আজীবন সদস্যকে পদক ও সনদ পত্র প্রদান করা হয়। পদক প্রাপ্তরা হলেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রহমান পরাণ, আজমল হক চৌধুরী, জালাল উদ্দিন আকবর, আব্দুল মান্নান, প্রফেসর ডাঃ তাহমিনা বানু, মোহম্মদ জহিরুল ইসলাম, রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া, তানজিনা চৌধুরী ও রায়হান জান্নাত। ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রহমান পরানের পক্ষ থেকে পদক ও সনদ পত্র গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা ইয়াসমিন আহম্মেদ শোভা। প্রসঙ্গত গত ১৮ জুলাই ২০০৭ ইং তারিখে ঘাসফুল সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অবহেলিত ও নির্যাতিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য সমাজ উন্নয়ন সংগঠক ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রহমান পরাণকে বাংলাদেশ শিশু উন্নয়ন মানবাধিকার ফোরাম সম্মান পত্র ২০০৭ প্রদান করা হয়।

এইডস ও মাদক, দুইয়েই সমান ঘাতক।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৬
সংখ্যা ৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৭

তৃণমূল নারীদের জন্য "বিনামূল্যে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা সেবা" অবহিতকরণ সভা

সেই আদি কাল থেকে আমাদের সমাজের নারীরা নিজেদের সুবিধা- অসুবিধা, রোগ- শোকের কথা কখনোই মন খুলে বলতে পারেনি। সামাজিক লোক লজ্জা ও কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে নারীরা অধিকাংশ সময়ে তাদের রোগ শোকের কথা ঢেকে রাখতে চায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পরিবারের কাছে তাদের রোগের কথা প্রকাশ করলেও পরিবারের লোকজন নারীদের সমস্যাকে খুব একটা আমলে নেয়না অথবা সনাতনী কিছু চিকিৎসা সেবা প্রদান করেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে। এই ক্ষেত্রে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। তারা তাদের রোগ শোকের কথা কাউকে বলতেও পারেনা অথবা বললেও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা কোন রকম প্রতিকার বা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করতে পারেনা। আমাদের সমাজের অনেক নারী দীর্ঘদিন ধরে এমনি একটি রোগে ভুগছে কিন্তু সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছেনা আর তা হচ্ছে স্তন ক্যান্সার। ঘাসফুল জন্মলগ্ন থেকে সমাজের দারিদ্র পীড়িত অসহায় নারীদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল গত আগস্ট'০৭ মাস থেকে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের জন্য বিনামূল্যে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করেছে। স্তন ক্যান্সার চিকিৎসা ও সচেতনতা তৈরী নিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা শহর বাগের হাটে "বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি" (BFES-Bangladesh) কাজ শুরু করেছে। ২০০৬ সাল থেকে "আমাদের গ্রাম- উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প"- এর মাধ্যমে শহরের দশানি এলাকায় চালু করা স্তন ক্যান্সার শিক্ষা কেন্দ্রে নারীরা নিঃসংকোচে যেতে পারছেন চিকিৎসকের কাছে। BFES- Bangladesh একই প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের সাথে কাজ শুরু করেছে ১ আগস্ট ২০০৭ ইং থেকে। স্তন ক্যান্সার নিয়ে গৃহীত এই উদ্যোগের সেবা পাবেন ঘাসফুলের কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা সহ চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নারীরা। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল(বিএমআরসি) এর অনুমোদন

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

স্তন ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করছেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জান্নাতুল নাহার।

"বয়ঃসন্ধি কালের সৈনিক যারা, বিশ্ব জয় করবে তারা" শিশু অধিকার সপ্তাহ-০৭

শিশুরাই দেশ ও জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যত। আজকের শিশুটিই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। একটি সুন্দর আগামী গড়ে তুলতে হলে শিশুদেরকে যথাযথ ভাবে গড়ে তুলতে হবে। মানুষ হিসাবে প্রতিটি শিশু যেন ৫ টি মৌলিক অধিকার সমেত নিজেকে এক জন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ পায় সেই জন্য দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ সক্রিয়। জাতি সংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রয়াসে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হয়ে গেল শিশু অধিকার সপ্তাহ ০৭' এর প্রথম দিন। ২৯ সেপ্টেম্বর- ৫ অক্টোবর ২০০৭ সপ্তাহ ব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের অংশ হিসাবে ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর সংস্থার কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবে ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৮,২৯ও ৩৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার সাবিহা মুসা ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি জনাব মোঃ শওকত আলী। সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন এই এলাকায় গরীব দুঃখী শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ বিভিন্ন রকম অধিকারের জন্য বেসরকারী সংস্থা হিসাবে প্রথম কাজ শুরু করে ঘাসফুল । প্রধান অতিথি শিশু অধিকার সপ্তাহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত, তাই পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে একজন শিশু যাতে বড় হতে পারে সেই জন্য তিনি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি এলাকার নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখার জন্য উপস্থিত সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। সভার বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই শিক্ষা কার্যক্রম সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনগনের পক্ষ থেকে ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন ভয় ভীতির পরিবর্তে আদর যত্ন করেই আমাদের শিশুদের বড় করে তুলতে হবে। পরিশেষে ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের কোন শিক্ষার্থী যদি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে তবে ৫ম শ্রেণীর পরও তার শিক্ষা জীবনের জন্য ঘাসফুলের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনা সভা শেষে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্য পপি আক্তার ও নিমা।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার সাবিহা মুসা।

উপদেষ্টামন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
আনজুমান বানু লিমা

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯
মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬ ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com ওয়েবসাইট : www.ghashful.org